

ভালোবাসার চাদর

ড. বিলাল ফিলিপস
মুস্তাফা আল-জিবালী



সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান

গ্রন্থস্বত্ব ইসলামি শারী‘আহ কর্তৃক সংরক্ষিত একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। ইসলাম প্রত্যেক লেখকের রচিত সকল রচনাকে তার ব্যক্তিগত সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে এবং এতৎসংশ্লিষ্ট সার্বিক অধিকারও তার জন্য সংরক্ষণ করেছে। পাশাপাশি কেউ যেন গ্রন্থস্বত্ব আইন লঙ্ঘন করে তার সে অধিকার হরণ কিংবা রহিত করতে না পারে, সে নিশ্চয়তাও বিধান করেছে। ইসলামি শারী‘আতের সকল দলিল-প্রমাণ ও মূলনীতি সে প্রমাণই বহন করছে।

গ্রন্থরচনা গ্রন্থকারের নিজেরই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের ফসল ও অর্জন। এ অর্জন একান্তভাবে তারই। তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ কোনোভাবেই তার এ সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সে নিজে খুশিমনে প্রদান না করলে কারও জন্য কোনোভাবেই তা হালাল হবে না। [সাহীহ আল-জামি‘ আস-সাগীর, হাদীস নং ৭৬৬২]

অতএব গ্রন্থকারের অনুমতি ছাড়া তার রচিত গ্রন্থ হতে আংশিক বা পূর্ণ কপি করা, ছাপানো ও তা বেচাকেনা করা ইসলামি শারী‘আতে নিষিদ্ধ ও হারাম; কেননা, তা অন্যায় উপার্জন ও ভক্ষণের শামিল। আল্লাহ ﷻ বলেন,

« ...তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না। »

[আল-বাকারাহ, ২:১৮৮]

অধিকন্তু এটা শারী‘আতের সীমা লঙ্ঘন বলে গণ্য হবে বিধায় শারী‘আতের নিষিদ্ধ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

« ...তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না; কেননা, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। »

[আল-মা‘ইদাহ, ৫:৮৭]

ভেতরের পাতায়

সূচনাকথা	১৩
কল্যাণময় বন্ধন	২১
ব্যক্তি জীবনে বিয়ের সুফল	২৫
দীন এবং ঈমানের সুরক্ষা	২৫
সতীত্বের সুরক্ষা	২৫
নিরাপত্তাবোধ থেকে আনন্দ লাভ	২৬
সৎকর্ম বৃদ্ধির সুখময় পন্থা	২৭
সুশৃঙ্খল জীবন যাপন	২৯
বিয়ের সামাজিক সুফল	৩০
মানবজাতির ধারাকে অব্যাহত রাখা	৩০
আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি	৩০
নৈতিক অবক্ষয় থেকে সুরক্ষা	৩০
রোগব্যাদি থেকে নিরাপদ রাখা	৩১
পারিবারিক পরিবেশ গড়ে তোলা	৩১
মুসলিম জাতিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করা	৩২
স্বামী-স্ত্রী নির্বাচন পর্ব	৩৩
আদর্শ পাত্রীর বৈশিষ্ট্য	৩৪
সৎকর্মশীলতা	৩৪
উত্তম চরিত্র	৩৫
কুমারীত্ব	৩৫
সন্তান ধারণে সক্ষমতা	৩৬
মমতাময়ী আচরণ	৩৮

অল্পে তুষ্টী	৩৮
সরলমতিত্ব	৩৯
সৌন্দর্য	৪০
সামঞ্জস্য	৪১
আদর্শ পাত্রের বৈশিষ্ট্য	৪২
ধার্মিকতা	৪২
উত্তম চরিত্র	৪২
আর্থিক অবস্থা	৪৩
আচার-ব্যবহার ও সৌজন্যবোধ	৪৩
চেহারা	৪৪
বিয়ের প্রস্তাব	৪৫
পাত্রী দেখা	৪৬
ছবি আদান-প্রদান	৪৮
কথা বলা এবং যোগাযোগ রাখা	৪৯
ইন্টারনেটে পাত্রী খোঁজা	৪৯
সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইস্তেখারাহ করা	৫০
পরামর্শ করা	৫১
সত্য জানানো	৫১
নিষিদ্ধ প্রস্তাব	৫২
বিবাহিতা নারীকে প্রস্তাব না দেওয়া	৫২
কারও প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব না দেওয়া	৫২
অন্যান্য নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ	৫৩
অধীনস্থ নারীর জন্য বিয়ের প্রস্তাব প্রদান	৫৩
বাগ্দানের আংটি ও স্বর্গালংকার	৫৪
বাগ্দান পার্টি	৫৫
বাগ্দত্তা দম্পতির নির্জন অন্তরঙ্গতা	৫৫
আকুদ অনুষ্ঠান	৫৭
পাত্রের উপযুক্ততা	৫৮

পাত্রীর উপযুক্ততা.....	৫৯
পাত্রীর অনুমতি	৫৯
নারীর জন্য অভিভাবকের অপরিহার্যতা.....	৬২
ওয়ালীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	৬৪
সাক্ষীর গুরুত্ব	৬৫
মোহর	৬৫
মোহর নির্ধারণে পরিমিতবোধ	৬৬
অনির্ধারিত মোহর	৬৭
বাকি মোহর	৭১
নারীর কাছ থেকে তার মোহর নিয়ে নেয়ার কঠিন শাস্তি	৭১
বাড়তি শর্ত আরোপের বিধান	৭২
চুক্তিনামা সম্পাদন প্রক্রিয়া	৭৩
খুৎবাহ	৭৩
ইজাব ও কবুল	৭৩
চুক্তিনামা লিখে রাখা	৭৪
বিয়ের অনুষ্ঠান	৭৫
বিয়ের সংবাদ লোকজনের মাঝে প্রচার করা	৭৫
দু'আ করা	৭৬
গান-বাজনা নিষিদ্ধ হওয়া	৭৬
‘দফ’- বাজনার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম	৭৭
বিয়ের অনুষ্ঠানে দফ বাজানো এবং গান গাওয়া	৭৮
নৃত্য করা	৭৯
উপহার দেওয়ার সঠিক নিয়ম	৭৯
পাপে ভরা বিয়ে অনুষ্ঠান.....	৭৯
বিয়েতে অনৈসলামী বেশ-ভূষা.....	৮০
বিয়েতে অনৈসলামী কার্যকলাপ.....	৮২
ছবি তোলা থেকে বিরত থাকা	৮৪

একসাথে পথচলা	৮৭
যৌথ দায়িত্ব, যৌথ প্রতিদান.....	৮৭
সাম্য ও সমতার সমীকরণ	৮৯
উত্তম আচরণ ও তার বৈশিষ্ট্য	৮৯
সত্যবাদিতা.....	৯১
কোমল আচরণ ও মমত্ববোধ	৯২
ক্ষমাশীলতা.....	৯৫
অন্যায় আচরণ ও অশ্লীল ভাষা বর্জন করা.....	৯৫
তর্ক-বিতর্ক এবং বাকবিতণ্ডা বর্জন করা.....	৯৭
সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান	৯৭
স্ত্রীকে বিনোদন দেওয়া	৯৮
অন্তরঙ্গতার গুরুত্ব.....	৯৯
পরস্পরের শারীরিক চাহিদা পূরণ করা	৯৯
গাইরাহ বা ব্যক্তিত্ববোধ	৯৯
স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা করা.....	১০০
নারীর নাজুক প্রকৃতিকে বোঝা	১০১
পরস্পরের মনোভাব বুঝে মানিয়ে চলা.....	১০১
নারীর প্রকৃতি বোঝা	১০২
স্ত্রীর ভালো দিকটিই বিবেচনা করা.....	১০৪
পারস্পরিক সহযোগিতা ও তার সীমারেখা	১০৫
পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করা	১০৬
সঙ্গ পরিত্যাগের বিধান.....	১০৭
বাসর রাত	১১১
নববধূর প্রতি কোমল আচরণ	১১১
এক সাথে দুই রাকা'আত সালাত	১১২
চুলের অগ্রভাগ ধরে দু'আ করা	১১২
বাসর রাতের পরের দিন	১১৩
হানিমুন বা মধুচন্দ্রিমা	১১৩

দৈহিক মিলন.....	১১৫
উদ্দেশ্য বিগুহ করা.....	১১৬
সুগন্ধি ব্যবহার.....	১১৭
সহবাসের পূর্বক্ষণ.....	১১৮
সহবাসের দুঃআ.....	১১৮
সহবাসের বৈচিত্র্যময় আসন.....	১১৯
পায়ুপথে সংগম.....	১২০
ঋতুশ্রাব ও নেফাস চলাকালীন অবস্থার বিধান.....	১২০
হস্তমৈথুন নিয়ে বিভ্রান্তি.....	১২১
স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করা.....	১২১
আজল করা.....	১২২
একাধিকবার সহবাস করা.....	১২২
সহবাসের পর গোসল করা.....	১২৩
পরস্পরের গোপনীয়তা প্রকাশ না করা।.....	১২৩
স্ত্রী যখন একাধিক.....	১২৫
সমপরিমাণ সময় দেওয়া.....	১২৫
পক্ষপাতমূলক আচরণ না করা.....	১২৬
ওয়ালীমা বা বৌভাত.....	১২৯
ওয়ালীমা অনুষ্ঠানের সময়.....	১২৯
যাদেরকে আমন্ত্রণ করতে হবে.....	১৩০
আমন্ত্রণকারীর আদবকেতা.....	১৩১
অতিথিদের আদবকেতা.....	১৩৩
আমন্ত্রণ গ্রহণ করা দীনি দায়িত্ব.....	১৩৩
প্রবেশের জন্য অনুমতি চাওয়া.....	১৩৪
সালাম জানানো এবং করমর্দন করা.....	১৩৫
অনুষ্ঠানে খাবার খাওয়ার আদব.....	১৩৬
সিয়াম পালনকারীদের করণীয়.....	১৩৬
আল্লাহর নাম নিয়ে খাবার খাওয়া.....	১৩৭

খাবারের সমালোচনা না করা.....	১৩৭
পরিমিত পরিমাণে খাওয়া.....	১৩৭
সবাই মিলে একসাথে খাওয়ার বারাকাহ.....	১৩৮
নশ্রভাবে বসা এবং পাত্রের একপাশ থেকে খাওয়া.....	১৩৮
খাবার অপচয় না করা.....	১৩৮
আল্লাহর প্রশংসা করা এবং তাঁর নিকট দু‘আ করা.....	১৩৯
প্রস্থান.....	১৪০
নিষিদ্ধ বিয়ে.....	১৪১
বংশগত সম্পর্কের কারণে যাদেরকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ.....	১৪২
বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যাদেরকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ.....	১৪৩
দুগ্ধ সম্বন্ধীয় কারণে নিষিদ্ধ.....	১৪৪
যে সকল নারীকে বিয়ে করা সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ.....	১৪৫
চার জনের অধিক নারীকে বিয়ে করা.....	১৪৬
একই সাথে দুই বোনকে বিয়ে করা.....	১৪৬
একই সাথে খালা-ফুফু এবং ভাতিজি-ভাগনিকে বিয়ে করা.....	১৪৬
বিবাহিতা নারীকে বিয়ে করা.....	১৪৬
ব্যভিচারিণীদেরকে বিয়ে করা.....	১৪৭
ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা.....	১৪৭
গর্ভবতী যুদ্ধবন্দিণীকে বিয়ে করা.....	১৪৭
অন্যান্য নিষিদ্ধ বিয়ে.....	১৪৮
মৃত‘আহ্ বিয়ে.....	১৪৮
হিল্লো বিয়ে.....	১৪৯
শিগার বিয়ে.....	১৫১
তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে বিয়ে করা.....	১৫২
অমুসলিমদেরকে বিয়ে করা.....	১৫২
‘আহলে কিতাব’ নারীদের সাথে বিয়ের ব্যাপারে সতর্কতা.....	১৫৪
একটি কঠিন শর্ত.....	১৫৫

সূচনাকথা

চৌধুরী সম্ভবে। কল্পিত চরিত্র নয়; বাস্তব দুনিয়ার রক্তমাংসে গড়া জীবিত মানুষ। দেখতে শুনতে প্রচলিত অর্থে নিপাট ভদ্রলোক। সুঠাম দেহের অধিকারী। আমি আর সে একসময় কিছু দিন একই এলাকায় বসবাস করেছি। রাস্তা-ঘাটে চলতে ফিরতে দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া থেকেই পরিচয়। সে কীভাবে যেন জেনেছে, আমি লেখালেখির সাথে জড়িত। সেই থেকে আমার সাথে তার বেশ খাতির-যত্ন। বেশ অনেক বছর ওপার বাংলায় বসবাসের সুবাদে লেখকশ্রেণির লোকদের প্রতি তার বিশেষ সমীহবোধ জন্মেছে।

আমাকে দেখলেই অশুদ্ধ উচ্চারণে সালাম দিত, বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য টানাটানি করত। না পারলে রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথাবার্তা শুরু করত। এভাবে আজ একটু কাল একটু শুনতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম: সাধারণ গোছের লোক হলেও সে আমার জন্য ক্ষুদ্র পরিসরে একজন অসাধারণ কালের সাক্ষী। তার অভিজ্ঞতার ঝুলি এমন অন্ধকার জগতের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, যে জগতের পর্দা উঠানো আমার নিজের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। তাই আমি নিজেও কিছু সময় বের করলাম তার সাথে গল্প করার মধ্য দিয়ে কিছু জানতে, কিছু বুঝতে।

আজ এই দাম্পত্য-জীবন-সংক্রান্ত বইয়ের সূচনাকথা লিখতে গিয়ে তার নিজের জীবন থেকে নেওয়া একটি অভিজ্ঞতা খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্ণনাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও একেবারেই প্রাসঙ্গিক পরিসরের মধ্যে রেখে যতটুকু বলা যায় তার চেয়ে এক চুলও বাইরে যাব না। কারণ, খারাপের প্রতি নাফসের সহজাত ঝোঁক থাকে এবং তার প্রতি সে সহজেই আকৃষ্ট হয়। তাই স্থান-কাল-পাত্রের উল্লেখ যথাসম্ভব উহ্য রাখব। এ কারণে কোথাও বর্ণনাকে খুব দ্রুতগতির মনে হতে পারে। এটা ইচ্ছাকৃত।

একবার তিনি বাইরের কোনো একটি দেশে যান বেড়াতে। সেখানে তিনি এক রাতের জন্য একটি হোটেলে একজন শয্যাসজিনীসহ রুম বুকিং দেন। চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে তিনি সন্ধ্যায় সেখানে যাবেন এবং পরদিন দুপুর পর্যন্ত তাকে নিয়ে থাকবেন।

যেদিন সেখানে তার রাষ্ট্রীয়াপনের কথা সেদিন দুপুরে অচেনা নাম্বার থেকে একটি ফোন এল—‘কেমন আছ?’

প্রশ্নের ধরন এমন যেন কতকালের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। বলল, ‘দুপুরে খেয়েছ?’

এরপর ফোনে যত রকম মনভোলানো কথা বলা যায় তার কোনোটাই বাদ গেল না। এরই মধ্য দিয়ে সে নারী তার রুচিবোধ, পছন্দ-অপছন্দ, আগ্রহের বিষয় ইত্যাদির যতখানি সম্ভব খোঁজ নিয়ে নিল।

নির্দিষ্ট দিনে তিনি যখন সন্ধ্যায় গিয়ে সেখানে উপস্থিত হন তখন তার নির্ধারিত চেক-ইন টাইমের চেয়ে ঘণ্টা খানেক দেরি হয়ে গেছে।

রিসিপশন থেকে জানতে পারলেন, তার সঙ্গিনী তার জন্য রুমে অপেক্ষা করছে। তিনি রুমে গিয়ে নক করলেন। সত্যিই নীল চোখের অসাধারণ রূপবতী এক তরুণী ভেতর থেকে দরজা খুলে তাকে কোমল অভিবাদন জানাল; বয়স বাইশ তেইশের মতো হবে। পরক্ষণেই তাকে আশ্চর্য করে দিয়ে আলতো করে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মাথা রাখল এসে। বলল: ‘তোমাকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে, নিশ্চয়ই বাইরে অনেক কাজ ছিল; তাই বোধ হয় দেরি হয়ে গেছে।’

সে তাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় বসাল, এক গ্লাস পানি এনে দিলো। তারপর নিজ হাতে তার জুতো-মোজা খুলে দিলো। শার্টের বোতাম খুলে দিলো এবং বোতাম খোলার সময় বুকে একটা চুমুও ঝুঁকে দিলো।

মেয়েটি ফোনালাপে জেনে নিয়েছিল চৌধুরী কেমন পোশাক পছন্দ করে—ভারতীয় নারীদের মতো শাড়িতে, না কি ইউরোপিয়ানদের মতো জিন্স টি-শার্টে। সে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে নিজেকে তার পছন্দের সাজে সাজাতে।

ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে চৌধুরী দেখল হাতে একটি তোয়ালে আর একটি টি-শার্ট নিয়ে মেয়েটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। টি-টেবিলে হালকা নাস্তা, ফল আর কফি। বলল, সে কেবল তাকে আপ্যায়নের জন্য এই নাস্তা নিজে বানিয়েছে। তোয়ালে দিয়ে মাথা ভালো করে মুছে দিয়ে গেঞ্জিটি গায়ে পরিয়ে দিলো।

এরপর নাস্তা খাইয়ে দিলো নিজ হাতে আদরের সাথে যত্ন করে। ফলটা কাটল। একটি একটি করে টুকরো তাকে খাইয়ে দিলো। চৌধুরী খেয়াল করে দেখল:

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। তাদের এই ব্যবসায় তাদের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হলো পরিবার ব্যবস্থা ও সুখী দাম্পত্য-জীবন। কোনো মানুষ যদি সুখী দাম্পত্য-জীবন যাপন করে তা হলে তাকে তাদের খদ্দের বানানো যায় না সহজে। পক্ষান্তরে মানুষের দাম্পত্য জীবনে অশান্তি সৃষ্টি, কিংবা মানুষের চরিত্র নষ্ট করতে পারলে সহজেই তাদেরকে তাদের খদ্দের বানানো যায়। আর এ লক্ষ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য তাদের বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম রয়েছে।

আর পতিতাদেরকে এমন অনুগত ও মনোহরা স্ত্রীসুলভ আচরণের শিক্ষা দেওয়া হয় নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে; যেন স্ত্রীদের বিপরীতে একজন পুরুষ এদের কাছে এসেই অধিক প্রশান্তি লাভ করে। গবেষণা থেকে তাদের কাছে এটা প্রমাণিত হয়েছে, পুরুষকে কেবল শারীরিক সুখ দিয়ে সত্যিকার অর্থে আকৃষ্ট করা যায় না; এটা ক্ষণিকের। তাদেরকে নিয়মিত খদ্দের বানাতে হলে তাদের হৃদয়-মনে শান্তির পরশ দিয়ে তাদেরকে পাগল করে দিতে হবে। যেন তার মন ঘরে নয়, এখানেই পড়ে থাকে—যেন বার বার ফিরে আসে।

২.

শেষ জামানায় ঈমান অক্ষুণ্ণ রাখা হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে থাকার মতো কেন হবে তার আরও একটি কারণ, যেন আমার কাছে উন্মোচিত হলো চৌধুরীর কথা শুনে।

দেহব্যবসার ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। বর্তমান ও অতীতের অনেক জাতির মধ্যেই এই ঘৃণ্য কর্মের চর্চা ছিল এবং আছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর এই ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সভ্যতা এতে যে-পেশাদারিত্ব যুক্ত করেছে তা অতীতের কোনো যুগে ছিল বলে আমার জানা নেই।

অর্থের বিনিময়ে ক্ষণিকের সঙ্গী হিসেবে আসা একজন কাস্টমারের সাথে কৃত আচরণকে দাম্পত্য-জীবনের স্থায়ী সঙ্গীর সাথে মেলানোর কোনো অবকাশ নেই। কারণ, দাম্পত্য সম্পর্ক ক্ষণিকের জন্য কারও শয্যাসঙ্গী হওয়া নয়—সেখানে সব সময় মুখে কৃত্রিম হাসি লাগিয়ে রাখা যায় না, ‘কাস্টমার ইজ অলওয়েজ রাইট’ বলা যায় না। এখানে স্বামী-স্ত্রীরা দীর্ঘ দিন একত্রে বসবাস করেন। বাস্তব জীবনের নানা রকম সুবিধা-অসুবিধা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, পরিবার-পারিবারিকতা, অর্থ-আর্থিকতা, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা, সমাজ-সামাজিকতা, নিত্যদিনের অভ্যাস-আচরণের বিচিত্র মিল-অমিলসহ নানারকম টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে সংসার জীবন যাপন করেন তারা। প্রায় ভিন্ন প্রকৃতির দুজন মানুষকে এভাবে দীর্ঘ দিন মানিয়ে চলাটাই বরং

এখানে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। তাই দাম্পত্য-জীবনের প্রতিটি দিন, প্রতিটি সন্ধ্যা মধুময় না-ও হতে পারে।

তবে হ্যাঁ, বিপরীত প্রান্তে এটাও ধ্রুব সত্য, তিক্ততা যদি মধুরতার উপর জয়লাভ করে, ভালোলাগার উপর যদি বিরক্তি প্রাধান্য বিস্তার করে, মিলের চেয়ে অমিল যদি বেশি হয়, মতৈক্যের চেয়ে দ্বিমত যদি মাত্রা ছাড়ায়, আকর্ষণের চেয়ে অনীহা যদি প্রবল হয় তবে দাম্পত্য-সুখ বিদায় জানাবে; হয়তো ভাঙনও অনিবার্য হয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে কেবল সন্তানের নোঙরই যদি দুজনকে এক ঘাটে বেঁধে রাখে, তাতে জীবন হয়ত কেটে যাবে, কিন্তু তাতে রং থাকবে না।

দাম্পত্য জীবনে যে এমন মনোহরী আচরণের প্রয়োজন নেই তা নয়, বরং আরও বেশি প্রয়োজন। এখানেও প্রয়োজন মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে একের সাথে অন্যের পার্থক্য ও চাহিদাকে সম্মানের সাথে মূল্যায়ন করা। এখানেও থাকতে হবে নিজের গল্প বলার চেয়ে অন্যের গল্প শোনার অধিক আগ্রহ। একে অন্যের ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা; কষ্ট ভুলে গিয়ে মুখে হাসির দ্যুতি ছড়ানো। দুঃখ-বেদনার উপর ধৈর্যের শক্ত প্রলেপ দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করা। অপ্রাপ্তির খাতা বন্ধ রেখে প্রাপ্তির ফর্দ প্রস্তুত করা। পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো, পরস্পরকে সুখী ও খুশি করতে নিজের চাওয়ার উপর অন্যের চাওয়াকে গুরুত্ব দেওয়া। সর্বোপরি প্রয়োজন উভয়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দকে উভয়ের স্রষ্টা মহান আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করা।

দেহপসারিগীদের বিপরীতে আজ পরিবারকে ধরে রাখা এক বড় রকম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে—বিশেষত অমুসলিম এবং নামকাওয়াস্তে মুসলিম দম্পতিদের জন্য। মূল ভিত্তিগুলো নড়বড়ে হলেও একটা সময়ে ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও নৈতিকতার একটা মাত্রা ছিল। কিন্তু বস্তুবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভাটার টানে সে ঠুনকো নৈতিকতার পলি তলায় জমার আগেই ভেসে গেছে। একমাত্র প্র্যাকটিসিং মুসলিমদের স্ত্রী ছাড়া কমবেশি সকলকেই আজ যেন প্রশিক্ষিত ও পেশাদার বারান্দাদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে সংসার টিকিয়ে রাখতে।

তবে তার অর্থ এই নয় যে প্র্যাকটিসিং মুসলিমদের জন্য সংসার-সুখ বজায় রাখার জন্য কোনো নির্দেশনা প্রয়োজন নেই। মানুষ যতই ধার্মিক হোক না কেন, যে সমাজে সে বাস করে তার প্রভাব থেকে সে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে কখনোই পারবে না। সচেতন মুসলিমদের দাম্পত্যজীবনেও আজ অশান্তি তুষের আগুনের মতো বিকিধিকি জ্বলছে। ‘ভালোবাসার চাদর’ শিরোনামের এই বইটি মূলত তাদেরই জন্য।